উৎসর্গ

জন্মসূত্রে যাদের কাছে ঋণী

কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

● অদৃশ্য বাঁকের পাশে

চন্দননগরের কবি মধুছন্দা মৈত্র শুধু কবিতাই লেখেন না, সাহিত্যের নানা জগতে তাঁর বিচরণ। গদ্য সাহিত্য এবং অনুবাদ সাহিত্যেও তিনি সমান স্বাবলীল। পড়াশোনা করতে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন মাঝে মাঝে প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যেতে। বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থের সম্পর্কে পত্রপত্রিকার পাতায় যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তারই দু-একটি এখানে তুলে দেওয়া হল।

'প্রথমে আসা যাক মধুছন্দা মৈত্রের 'অদৃশ্য বাঁকের পাশে' নামক তিন ফর্মার বইটির প্রসঙ্গে। মধুছন্দার মন, মনন এবং প্রকাশভঙ্গিতে সরলতা আছে খুবই। একটি সহজ জীবনের সাধারণ চাওয়া পাওয়া সুখ দুঃখ এবং প্রেম অপ্রেমগুলি সরলভাবেই লিপিবদ্ধ হয়েছে এখানে। সেই জীবনে সাধ আর সাধ্যের মিল হয়না, তবু অপছন্দসই জীবনকে বহন করে চলতে হয় দীর্ঘ-ক্লান্ত পায়ে। যেখানে স্বপ্নের পুরুষটি থেকে যায় সামাজিক কাঁটাতারের ওই পারে। আর সামাজিক বাধ্যবাধকতায় অন্যের হাতে আত্মসমর্পিত কবিকে 'নিস্তরঙ্গ মেঘ'-এর উদ্দেশ্য লিখতে হয় ভিন্ন মেঘদূত— 'পার যদি তাকে ডেকে নিয়ে এসো।... পার যদি মেঘ বৃষ্টিকে বলো। আকণ্ঠ ঘৃণায় সহবাস করি।' (সহবাস ঘৃণা)। সমাজ নামক বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো বিভীষিকাটিকে আমাদের অনেকের মতো, মধুছন্দাও সমীহ করেন খুব। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ ঝলসে ওঠে না তাঁর কবিতায়। বরং নীরবে ও নতচোখে সকলই মেনে নেওয়ার এক সহিষ্ণু আনুগত্য প্রকাশ পায়। তাই লেখেন— 'প্রণয় সামাজিক দায়/কি করে এড়াবো বলো।' (নির্মাণ) অথবা 'যত পারো সামাজিক হও/যত পারো ঢেকে রাখো।/ছায়াঘন প্রসন্নতা/ঘিরে থাকুক তোমায়।' (রতিচিত্র) । সব অনুশাসনের আড়ালে তবু বাসনারাঙা প্রেম জেগে থাকে। চিরকালই। লেখা হল 'বৃষ্টি শরীর', 'রতিচিত্র', 'ক্ষরণ ২', 'অঙ্গার, 'স্বীকারোক্তি'র মতো কবিতা, যেখানে প্রিয় পুরুষটিকে কবি আহ্বান করেন— 'শুধু একবার কর্ষণ করো/এ ঊষর প্রান্তর/বৃষ্টিরও শরীর আছে/যেন, নইলে/ভয়ংকর শরীরি প্রত্যয়ে/সে নেমে আসে/এই মাঝবয়সী দুপুরে।' (বৃষ্টির শরীর)। গোপন প্রেমের যন্ত্রণা ও হতাশা, আর জীবনের পড়ন্ত বেলার ওপর ঝুঁকে আসা রাত্রিরূপ মৃত্যুর প্রলম্বিত হিম ছায়া—মধুছন্দার কাব্যগ্রন্থের মূল সুর এটাই। তাঁর লেখায় জটিল অলংকার (প্রচলিত অর্থে) চিত্রকল্পের ব্যবহার কম। তবু হঠাৎ ভালো লাগে 'চাঁদ আসে মাঝরাতে

শকুনের মতো/সুতরাং জ্যোৎস্নার ধারালো নখর) কিংবা 'গ্রীষ্মের দুপুর জ্বলে/নিঃসঙ্গ নারীর মতো' (আর এক নির্ণয়) ইত্যাদি দু'একটি ছবি।' (কবিতা প্রতিমাসে)

'এই সময়ে ভাল কবিতা কাঁরা লিখছেন তা বিচার করা দুঃসাধ্য। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের কবিরা তাঁদের বই প্রকাশ করছেন, অনেক সময়েই নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে সেইসব কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু বিক্রি হচ্ছে কোথায়? বেশির ভাগই সৌজন্য দেখিয়ে দান করতে হয়। কবিতার পাঠক কমেনি, বরঞ্চ বেড়েছে; কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণি তরুণ প্রজন্মের কবিদের কাব্যগ্রন্থ ক্রয় করেন না। প্রবীণ কবিরা এখনও রাজত্ব করে যাচ্ছেন বলে তরুণ প্রজন্মের কবিরা উপেক্ষিত। তাঁদের জন্য কেউ আসন ছেড়ে দিচ্ছেন না। তরুণ প্রজন্মের কবিদের মধ্যে মধুছন্দা মৈত্র যথেষ্ট অকপট। নতুন রীতির কবিতা লেখার চেষ্টা করছেন। নির্জনতাবিলাসী এই কবির একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'অদৃশ্য বাঁকের পাশে'। দুরূহতা নয় তবে তার কাছাকাছি এবং তার চেয়েও উন্নত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে মধুছন্দার কবিতায়। তিনি শুধু দুঃখপ্রিয় নন, দুঃখজনক পরিস্থিতি গড়ে তোলার অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে তাঁর কাব্য ভাবনায়। একদিকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও অভিমানী আরেকদিকে তাঁর কবিতায় রয়েছে গগনচুম্বী আত্মাভিমান। মধুছন্দার বেশ কয়েকটি কবিতা রচিত হয়েছে মাত্রাবৃত্তে এবং অন্ত্যমিল সম্পন্ন সেই কয়েকটি কবিতা শুধু সুখপাঠ্যই নয়, দ্রুতপাঠ্যও বটে।

বিকেলের শেষ ফেরী ফিরে গেছে
আমাকে না নিয়ে
ওপারে মাতৃভূমি একা কাঁদে
কিশোরী সন্ধ্যার তরে
তোমার ডাকে স্বপ্নোত্থিত আমি
ফিরে আসি গাছের স্থবিরতা নিয়ে
জল মানে না বিভাজন রেখা
আমি একা বিমূর্ত তর্পণের লাগি
বসে আছি ইছামতীর বুকে
নিংড়ে নিয়ে হৃদয়
তুমি কি ডাক দেবে কোজাগরী পূর্ণিমায়?
ফেলে দিয়ে অতীত সংস্কার
আমি চলে এসেছি মাতৃত্বের
ঋণ পরিশোধে, শ্রীপুরে
শুধু তোমার জন্য এই আবাহন
খুলে নাও নাও
অকূল দরিয়ায় ভেসে যাক
এ পূর্ণিমা প্রণয়

তুমি যে আমার নও
এ কথা সত্যি জেনেও
বসে আছি চন্দ্রাহত মানুষী প্রায়
এ মহা পূর্ণিমায়

জোয়ারে ভেসে আসে স্মৃতি
স্বপ্নসম মৃতপ্রায় অতীত
ডাক দেয় অস্তিত্ব সংকটে
বালিকা বেলার চুকিতকিত চুকিতকিত খেলা
বাঘবন্দী আলাপন
রয়ে গেছে ওপারে

হরিদ্রাভ ধানক্ষেতে
বিনম্র যুবতী প্রেম
রয়ে গেছে পাঞ্জাবী নখরে

ও আমার মাঝদরিয়ার নাও
আমাকে নাও শেষবারের মতো
সংশোধিত অবস্থায়।

কোজাগরী চাঁদ বুকে উচ্ছল ইছামতী
আজ যেন পূর্ণ যুবতী
হলুদ শাড়ির ঘেরে পিপাসিত চোখে
আজ বিবাহ উৎসব

বহু জন্মের ওপার থেকে
ভেসে আসে বসন্ত বাহার
সদ্য রাঙানো সিঁথিতে অকথিত
জন্মের প্রতিশ্রুতি
পলাশ রাঙা পাঞ্জাবীর হাতে
সোহাগী সিঁদুর
শূন্যের ওপার হতে ডাক দেয়
চন্দ্রাহত মানুষীকে।

বৃষ্টিতে সবই সলিল
তবুও ছুঁতে ইচ্ছে হয়।
তোমার গলির কোণে
লাল রোয়াকে দম্পতি
মাঝরাতে চুনীর মতো
তোমার শরীর জ্বলে
ল্যাম্পপোস্টের বাদামী পোকা
বন্যার খবর আনে।
তোমার শহুরে জল প্রপাতে
নেই কোন বর্ণিল ছবি।
গঞ্জের নিরীহ পুকুর
খিড়কী খুলে ভেসে যায়
তবু তা নান্দনিক।
জল ঠেলে চলে যাওয়া
মানুষের স্রোতে
খুঁজি তোমাকে
বিমর্ষ হলুদ আলোয়
দেখি তোমার চোখে
বর্ষণের পূর্বাহ্নের আকাশ।
বোঝনি কেন আশ্বিনের অকাল বর্ষণে
আমিও দিকভ্রান্ত।
মেঘভাঙা রোদ্দুর শুয়ে থাকে
তোমার হাতে মাথা রেখে
সব ওমটুকু নিয়ে শিশু দেখে
বেলাভূমি। ভোরের জাহাজঘাটায়
তীব্র বাঁশি বাজে বাতাসে
সঙ্গমের খেয়াঘাটে
রয়ে গেছে স্মৃতি মঞ্জরী
আগামী বর্ষণের অপেক্ষায়।

লাল কার্পেটে নিভাঁজ চাদর
একটা দুটো বাদামী গোলাপ

নিঃসঙ্গ মানুষের কথা বলে।
হাতের মুঠোয় ধাতব স্বর
ছড়িয়ে দেয় শব্দ রাশি
নিশীথ নৈঃশব্দের দিকে।
গোকুলপতি যেভাবে বাঁশির স্বর
পাঠিয়ে ছিল রাধিকার কানে
তেমনি বিরহী পুরুষ
ভালোবাসে নিঁভাজ চাদরের
একক প্রতিশ্রুতি।
দেওয়ালের পুরোনো ছবিরা
ক্যানভাসের বিষন্ন চোখ
চেয়ে থাকে সিন্ধু নদের পানে।
ঐকান্তিক ইতিহাস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে
আদিম রমনী, রাত্রি গভীর জলে
ডাক দেয় জলের দিকে—
এই জল তো বহতা ভালোবাসা
যা হাসপাতালের হলুদ বিবর্ণ আলো ছিঁড়ে
নীল আকাশের নীচে, কাশফুলের আলোয় দেখে
আর একটা জীবন, যা সে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল
স্বেচ্ছায়
নিটোল ঠোঁটের পাশে একটু মায়া জেগে আছে
আছে এক জনন আকাঙ্খা, যে সারারাত
রঙ ও ইজেলে খুঁজে চলে তার সন্তান
অনাত্মীয়ার ধমনী বেয়ে
তারই জরায়ুর ওমে বড় হয় প্রেমিকের সন্তান।
তুমি ওকে ডাকো নির্বিষ প্রেম,
দুটো চোখ শুধু জেগে থাকে
সুগভীর আর্তি নিয়ে
চারকোলে গাঢ় হয় বিষণ্ণতা
তবু মোছেনা মাতৃত্বের অহঙ্কার

সংক্ষিপ্ত সময় মেনে
তুমি চলে গেছো

ছেড়ে যাওয়া অনিবার্য তাই
তবু চিরুণীতে আটকে থাকা বিবর্ণচুলের আভাস
বোতলে পড়ে থাকা তরল উষ্ণতা
অ্যাসট্রের পোড়া সিগারেট
তোমার অস্তিত্বের কথা বলে
জানলার কার্নিসে বিকেলের ছায়া
ছাদের দড়িতে রাখা সবুজ তোয়ালে
জুড়ে শূন্যতার ছবি।
যন্ত্রণা গাঢ় হলে
শব্দরা ডুবে যায়
অন্ধকার বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।
উঠোনের ভাঙা কোণে
অযত্নের মাধবীলতা
বাড়ায় হাত অলিন্দে।
পূজোর ঘরে সবুজ পাড়
গরদ শাড়ীর গন্ধ
টেনে নেয় আমায় আর
এক জন্মের দিকে
কুয়োর পাশে শিউলী তলায়
পরিত্যক্ত ফুলের সাজি
নিজে নিজে ভরে ওঠে
জানলার গরাদে ঝুল
মাকড়সার ঘরবাড়ি
গোলাপী বাড়ীর গায়ে তৃতীয়ার চাঁদ
শৈশবের মঞ্জরিত ঘ্রাণ
বয়ে আনে স্মৃতি বিজুরী
রাতের বাতাসে দরবারী
আলাপে, বিস্তারে মথিত
হা শূন্যতার ছবি!

শরীরে শরীর মিলেছে নদী সঙ্গমে
মন বিদেশী জাহাজের মতো
বাঁশী বাজিয়ে চলে গেছে
এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে।
সকালের তীব্রতা মধ্যাহ্নের আর্তি
এতসব জলকে দিয়েছি আহুতি
শারদীয় ভোরে যে ছিল
শিউলীতলায়, তার কাছে
যেতে পারিনি সময়ের অজুহাতে।

শরতের তীব্রতর রোদে আগামী শীতের
প্রস্তুতি।
শেষ রাতে কালপুরুষ ছেড়ে গেছে
আমায়
এখন প্রতীক্ষা শুধু শুকতারার শোক সংবাদ

অদূরে বউটি দাঁড়বায়, তার চুড়ির
ঝংকার পাড়ে শোনা যায়
যে যুবক মন দিয়ে জাল বোনে
তার রেডিওয় "পাগলা হাওয়া"
হাঁটুডোবা জলে দাঁড়িয়ে শিশুটি, মাছ খোঁজে
খাপলা জালে
ওর কোমরের ঘুনসিতে জীবন বাজে
নাবিক দেখে জাহাজঘাটার প্রণয়
আমি দেখি জোয়ারের জলে
পাতা ওড়া বিকেলের ছবি।
এ বিকেল খিড়কি পুকুর
শহুরে ভিড়ের ক্যানভাসে

বাইশে শ্রাবণে যাকে চেয়েছি
আশ্বিনে তার সঙ্গে সঙ্গম

এক অখ্যাত জেলে গ্রামে
মন এখানেই বাঁধা থাক
শরীর চলে যাক প্রাত্য প্রাত্যহিকতায়
শুধু এক পলের জন্য মৃত্যু ঋণী থাক
জীবনের কাছে।

তুমি বলেছিলে মেঘের আরতি
আমি বলেছি সন্ধে
এমনি করেই পরিমিতিবোধ
বেলা হলে ডাক দেয়।
শ্রাবণ বেলা দ্রুত শেষ হয়
আমি পড়ি দ্যোতনায়
থাকবো নাকি ফিরতে হবে
পুরনো সে খেলাঘর।
বলেছিলে বড়ো দেরী হয়ে গেলো
বৃষ্টি কি আর হবে
আমি ভাবি বসে আকুলি পরাণ
বর্ষণ এখনও বাকি?
তবে যে রাতে বাদল হাওয়ায়
ফোটা কদমের ঘ্রাণ
অধীর শ্যামের গোকুল সুরে
রাধা অভিসারে যান।
গাঢ় নীল রঙে বিজলী চমক
চিবুকে ভরা শ্রাবণ
তেমন ক্লান্ত লা'ল তিলফুলে
অঝোরে ধারাস্নান।

দীর্ঘ জাগরণের ক্লান্তি
কী বলে ডাকবো তোমায়
নদী না সাগর?
বেলাশেষে মোহনায় এসে
কারুরই নাম থাকে না।
শুধু নিরন্তর বয়ে চলা
কেন, কি জন্য, কারণ অজানা।
সন্ধ্যার আবাহনে কোন সুর নেই
নেই কোনও আজান ধ্বনি
তবু ত্রস্ত পায়ে হেঁটে চলে
ফেজ টুপি ধীর মতি যুবক।
ব্যস্ততা জাহাজে আছে
সমুদ্র যাবার
যাওয়া বুঝি শেষ হয়
এ সঙ্গমবেলায়

রমণক্লান্ত সাগরের ডাক
অমোঘ তবুও ধীর
তুমি ভীরু নদী উথাল পাতাল
জলজ হাওয়ার গন্ধে।
একটি তিলে বিহানবেলা
রাঙা রোদ মাখামাখি
প্রাজ্ঞ মাটিতে আঁকড়ে থাকা
বীজ বোনা বুঝি বাকি।
কেউ কি আসবে
কথা দেওয়া ছিল
সঙ্গমে হবে দেখা
এমনি করে মৃত্যুর মাঝে
জীবনকে ছুঁতে চাওয়া।

তোমার জ্বরতপ্ত কপালের পাশে
জিজ্ঞাসা হয়ে ছিল শ্রাবণ রাত্রি
লাল কার্পেটে মোড়া তীব্র আর্তি
বিষন্ন ক্যানভাসে রাখে ঠোঁট
ওষ্ঠ থেকে বিকেল ঝরে পড়ে
একটু একটু করে নাগরিক সভ্যতা
ছিঁড়ে ফেলে নীল অর্ন্তবাস।
গাঢ় বেদনায় থরো থরো
নীলাভ আঁধার দ্যুতি
দীর্ঘ পরিক্রমার শেষে
তোমাতে আবিষ্ট হয়।
কদমের গন্ধমাখা বাতাস
ভুলিয়ে দেয় মৃত্যুশোক
ছাদের ওই কৌণিক রেখা
হয়ে যায় সবুজ তৃণাসন।

"যে নম্বরে আপনি ডাকছেন
তার এখন সাড়া নেই
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন"।

অপেক্ষা কত কাল
ভেবেছি অন্বেষণ শেষ
এবারের মতো
তখনই অপেক্ষার বাণী
এই তির্যক ভগ্নাংশের ফাঁকে
অবিরত তিতিক্ষা, আত্মনিগ্রহ
তোমার তালু থেকে চোখের মণি
সব খুঁজে তোলপাড়
এপাড়া থেকে ওপাড়া
এঘর থেকে ওঘর
সায়াহ্নের ক্যানভাস জুড়ে
তোমার মুখ
ঠোঁটের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা
গোপনে করি পান

স্নানরতা তরুণীর বিজ্ঞাপনে
তোমার বিহ্বল দৃষ্টি
ঈর্ষায় দিই মুছি
তবুও নিছক স্বভাব দোষে
প্রবল বর্ষণের রাতে নষ্ট হও
নীলাম্বরী আঁচলের একক যন্ত্রণা
খুঁজে ফেরে ব্যর্থ মোহরাত।

বিলম্বিত ভদ্রা নক্ষত্রের কাছে
চেয়ে নিয়েছি একটু সময়
শরীরী ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে
বড় দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা
তোমার ঠোঁটের পাশে এখনও
ভাতের কণা লেগে আছে
আমার হাতের ছোঁয়ায় কাঁদে
লাল তিলফুল,
স্পর্শে জেগে ওঠে তোমার স্বেদবিন্দু
আমার তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠের তরে

চিত্রকর ভুলে গেছে
ছবির বুকের মাঝে
সবুজ ঘাস বন
কথা বলে না।

সিঁড়ির শেষধাপে আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছিলে
বহু অতৃপ্তির পর আবার লাল ছোপ শাড়িতে
আঁচলের চাবির ঝনাৎ স্তব্ধতা ভাঙে
একটা দুটো ঝুমকো তোমার চুলে
বৃষ্টির শব্দে ধুয়ে যায় স্মৃতি
কাঁঠাল তলার পানের বরজে আসে ভোর
আমি দেখি তোমার শুরু আরও একবার
নিজেতে মগ্ন হবার আগে তুমিও কি দেখো
নিহত সন্তানের মুখে মাতৃত্বের আলো
নিথর আমি একা ছটফট করি জলের গভীরে
শব্দরা ঢেউ তোলে ওকে বলে দিও
মেরুন পাঞ্জাবীর বাৎসল্য উড়িয়ে দেয়
মৃত্যু শোক।

অদূরে কৈশোর দাঁড়িয়ে আছে মধ্যাহ্নের ইঁদারায়
দেখি তার ছায়া অজয়ের অভাবী শরীরে
একটি দুটি অস্পষ্ট রেখা।

যে পথ দিয়ে মধ্যবয়স্ক দায়িত্ববান পিতা
হাতে ঝোলানো দিনের সুটকেসে নিয়ে এসেছিল
ঝরণা পাড় ডুরে শাড়ি আর কাঁচপোকার টিপ
চৈত্র সংক্রান্তির গাজন মেলায়
ঠাকুমার হাত ধরে কিশোরী কিনেছিল
হাতভরা চুড়ি আর লাল-লাল অমৃত্তি।

সেদিনও তো পৃথিবী জুড়ে এমন যন্ত্রণা ছিল,
ঈর্ষা ছিল, তবুও কি এক গোলাপী
আলোর কাছে, হার মেনেছিল হন্তারক।
গীতবিতানের হাত ধরে
কিশোরী হয়েছিল তরুণী।

সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা দুটো তারা
আর অস্পষ্ট ছায়াপথ ঘেরা আকাশ
চিনিয়েছিল প্রেম
বৈশাখের প্রথম উষ্ণতার দিনে।
আর্দ্রতার আড়ালে যে প্রকৃতি
যার আঁচে তীব্র অঙ্গার
সেই উত্তাপ ভাগীরথীর তীর ধরে
পৌঁছে গিয়েছিল তরুণীর মনে।
জীবন যেন মেছো বকের ঠিকানা
পাতিহাঁসের সন্ধ্যা বড়ো মনোরম
তবুও নির্দিষ্ট, অন্তহীন প্রতীক্ষা নেই
শুধু সমস্ত জীবনটা একীভূত
একটি মাত্র আড়ালের জন্য
এক স্বনির্ভর প্রতীক্ষা।

দীর্ঘ বৃষ্টিপাতের পর
তৃপ্ত প্রসন্নতা
ভেঙে ফেলে সব লোকাচার।
গড়ে ওঠে নতুন সকাল
আমাদের যৌথ প্রহরে।

খালাসি টোলার মদ
কিংবা সোনাগাছির শরীর
সবই ভেসে যাবে
এ সত্য সময়ও জানে
তাই এই অবাধ স্বাধীনতা
মূর্ত প্রেমালাপ তুচ্ছ মনে হয়

রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে জীবনের কাছে
শূন্য বিছানার পাশে বিমুগ্ধ চাঁদ
আদিম রমনীর মতো জড়িয়েছে নিভাঁজ চাদর
মানুষ তার যৌনতায় ক্লিষ্ট করে
পার্থিব সফল প্রেম, স্বেদ গন্ধমাখা
সহস্র অস্থিরতা পড়ে থাকে
বর্ষার আকাশে।

তোমাকে চিনতে চেয়ে ভাঙন উপেক্ষা করে
চলে গেছি সমাজ পিছে ফেলে
আজন্ম সংস্কার আর নিষেধের বেড়াজাল
ধরেছে আমার হাত
আঙিনায় একটু একটু করে ছুঁয়েছি তোমাকে

ও আমার ব্যাকুল মন
জেগে ওঠো, জেগে ওঠো
দুষ্প্রাপ্য মেঘের প্ররোচনায়
অদূরে কামার্ত আকাশ
নিঃশর্তে অপেক্ষমান।

হলুদ ফুল তোমার নাম জানি না
ভেবে নিলাম তুমি আমার ছোটবেলার
অমলতাস
পাহাড়ের ঢালু শরীরের শেষ ঠিকানায়
আমার ঘর
এই ঘরেতেই বেলা ফুরোলো সঙ্গী খুঁজে
হলুদ পাতা দু পায়ে মাড়িয়ে
পেছনে দেখি
একা সেতু দাঁড়িয়ে আছে
অবহেলায় তাকিয়ে ভাবি
ইচ্ছে হলেই ফিরতে পারি।

দিনের শেষে গাছের ছায়া
জড়িয়ে ধরি একলা মানুষ
কুয়াশা ডাকে প্রজাপতি
অলক্ষ্যে জীর্ণ সেতু
একা একাই ভেঙে পড়ে
যেমন করে শরীর ছেড়ে
চলে যায় রুগ্ণ মানুষ।

দুজনের মাঝে কোন ফুল নয়
পাখি নয়, শুধু এক নগ্ন নির্জন
তৃণভূমি পড়ে আছে
কলঙ্কহীন বৈধব্যের মতো
বেলা শেষে রোদ্দুরের নরম উষ্ণতা
গর্বিত হংসীর ডানায় পিছলে
অজস্র সম্পর্ক কণা
নৈঃশব্দকে মহার্ঘ করে
অন্তহীন ঘুঘুর ডাক
ডাহুকী সঙ্গী খুঁজে ফেরে
সমর্থ পুরুষ সকাল
অথচ মানুষের দীর্ঘ নির্দোষ পরবাসে
বৃক্ষের প্রশ্রয় চায় আন্তরিক।

বিস্মিত মধ্যরাতের গভীরতা
ছুঁয়ে যায় লুপ্ত সরস্বতী
একদা উচ্ছলিত শরীরী উচ্ছ্বাসে
ভাসিয়েছিল বিদেশী হৃদয়।

সেই সব মিঠে দ্বিপ্রহরে
অন্দরের ঘাঠে দুঃখে, সুখে
পেয়েছিল তোমাকে।

গাছের মতো নমনীয়
যেমত বৃষ্টি নামে অনায়াসে
পাহাড়ের শরীর বেয়ে
তেমত তুমিও সাবলীল
ভ্রষ্ট মানুষের যন্ত্রণা
বুকে কেঁদে ফেরো
দরবেশের বেশে।
দুয়ার আপনি ভাঙে না
ভাঙতে গেলে তাকে
হাটতে হয় একা বহু দূর।

এসব অলীক জ্ঞানে
তুচ্ছ করে মোহরাত
যাবে কি পূর্ণিমার
পরিপূর্ণ স্বচ্ছতায়।

গাছের নির্দোষ সঙ্গমে
ঈশ্বরী-সন্ধ্যা নামে
নিঃসঙ্গ মানুষের ভিড়ে
পুরানো আবাসিকদের
ফেলে যাওয়া প্রণয় চিহ্নরা
বয়ে আনে স্মৃতি মেদুরতা
দীর্ঘ প্রতিক্ষায় ফোটে ফুল
শরীর কাঁপিয়ে ওঠে ঝড়
চেতনা রহিত সান্ধ্য আবাসনে
পুরোনো সঙ্গীরা ফিরে আছে
হেমন্তের ঝরা পাতার দিনে।

উপত্যকার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যে মানুষ
তার শরীরের চেনা গন্ধ
ভাবিয়ে তোলে পাহাড়কে
স্তব্ধতা তাকেই মানায়
শুধু তারই জন্য এত আয়োজন।

ওপারে হেমন্তের রঙে
গাছেরা অবুঝ
ও আমার অমলতাস
তুমি কি আমার বড্ড চেনা ফুল
নাকি তীব্র গন্ধমাখা ভোরে
যে এসেছিল তোমার কাছে
সেই তোমার সব
তোমার সুধন্য আকাশে
শুধু তারই কণা বলে
সায়াহ্নের আলো ছায়ায়
তোমার হারানো শৈশব

কাল রাতে এক ঝড়ের দেখা
তোমার সাথে, গরাদহীন জানলা
বসেছিলো ওরা সবাই
কেউ কি হাত ধরেছিল
কেউ কি তোমায় ছুঁয়েছিল
জানতো ওরা, জানতো কি কেউ
তোমার দু-হাত বাঁধা আছে
অন্য যে এক ঝড়ের কাছে।

সম্পর্ক কি আর আছে
সম্পর্ক হঠাৎ খুশী
কাঠবেড়ালীর পেয়ারা পাতায়
সাঁকো বাওয়া
সম্পর্ক এক দমকা হাওয়া
যখন তখন ভাঙতে ভাঙতে
গড়তে গড়তে
থমকে যাওয়া।

মাঝরাতে কেউ এসেছিল
ধরেছিল তোমার আঁচল
কেউ কি হাত ধরেছিল
কেউ কি তোমায় ছুঁয়েছিল
জানতো ওরা, জানতো কি কেউ
তোমার দু হাত বাঁধা আছে
অন্য যে এক ঝড়ের কাছে।

হেমন্তের আলোয় দেখি তোমার মুখ
ঘরের বাতিদানে স্থির হয়ে আছো
পূর্বাপর জ্যামিতিক চিত্ররা
পূর্বাহ্ণের রাগের মতো
ছড়িয়ে সারা ঘরে।

শুধু তোমাকে চিনেছি
পৃথক বৃত্ত বলে
বসেছি জোড়াসনে
বাতাসে মিশে থাকা তোমার শব্দরা
উড়ে গেছে অন্য আকাশে।

বেড়ার অনতিদূরে ঝরা পাতা
এ পারে খোঁপায় পলাশ
মাঝে এক মৌন আবেদন
মধ্যাহ্নের পুকুরের মতো স্থির।
সুচরিতাষু—আমি কি লিখবো
তোমায় বলো,-বলো মেঘ
বৃষ্টি আসবে কবে?
কবে এই শরীর জুড়ে
বর্ষা নেমে যাবে?

অলিন্দের বাসন্তী মায়া
জানি বড়ো মোহময়ী
তুমিও কি ডুবে যাবে
ঘুঘুর মতো আত্মগত হয়ে
আর আমি একাকী মানুষী শরীরে
কত রূপকথা সাজিয়ে নিয়ে
লিখে যাব নীল চিঠি
তোমাকে কৈশোরের সম্মোহনে।

বহুবার মুগ্ধ করেছো ছায়া
বার বাড়িতে বসে ভেতর বাড়ির
ছবি এঁকেছো বহুবার
শুধু রঙেব আঁকিবুঁকি খেলায়
অবিরাম নির্মাণ কল্প শেকড়হীন
হয়ে ভেসে চলা এক দৃশ্য কল্প থেকে
আর এক দৃশ্যকল্পে।
তাই এই ভরা ফাল্গুনের হলুদ মেলায়
লেগেছে ব্যথার ছায়া
যেমন করে বসন্ত উৎসবে লেগেছে
বহুমাত্রিক নষ্টের উপমা।
উদ্বিগ্ন বালকের সামনে

কেটে যাওয়া ঘুড়ির মতো
বিষণ্ণ বিকেল বোধহয় স্থায়ী
হয়ে রয়ে যাবে আমার গভীরে।
আর তুমি সর্তক প্রহরায়
বেঁধে, রাখবে আমার শরীর।
বিশাল বাগানের এক কোণে
বাঁধা সারমেয়র মতো
আমি অবসাদে ভেঙে পড়বো
পাছে হারানো ক্ষতরা
নতুন হয়ে দেখা দেয়।

টিলার ওপারে কালো আকাশ
ভেঙে ফেলে গ্রামীণ হৃদয়
যে চাঁদ শেষবার দেখেছিল
সোনালী ধানের বুকে শীতের শিশির
আজ দেখে কর্ষিত মাটিতে
পুলিশী বুটের ছাপ
মুছে যায় নবান্নের আলপনা
সাঁঝের বাতি নেই তুলসীতলায়
গোয়ালে নেই সাঁজালের গন্ধ
কি করে লক্ষীমন্ত গৃহস্থ বধূ?

উড়ে পড়ে ছাই
আগামী প্রজন্মের দিকে
শুধু বাতাস ঐতিহাসিক
চশমার কাঁচ মুছে
খুঁজে ফেরে উদ্‌গত উদ্ভিদ।

পারুলবালার মুখে বিকেলের আলো
ইঁটভাটার ছায়া খালের জলে
দূরের ধানক্ষেতে স্মৃতির ইশারা
এক কাপড়ে পালিয়ে আসা
মেয়ের চোখে তাড়া খাওয়া পশুর যন্ত্রণা।
রাতের অন্ধকারে কোলের
ছেলেটা কাঁদে দুধের জন্য,
অজান্তে বৃন্তে চলে যায় হাত।
কে খেল ছেলে
পুলিশ না পার্টি
দুহাতে আঁকড়ে ধরে মাটি
উদভ্রান্ত পারুলবালা
ঘর নন্দীগ্রাম
জেলা মেদিনীপুর।
সারাদিন কেটে যায় ভাঁটার আগুনে
তবু রাত কাটে না
জেগে ওঠে মাঠ
কেঁদে ওঠে মড়াই
ঘরের মানুষটা নিখোঁজ
তবুও শাঁখা হাতে
এয়োতি চিহ্ন আঁকে আজও কপালে
ফিরবে কি?

রক্তাক্ত মানুষদের সামনে নতজানু
কাল সিঙ্গুর, আজ নন্দীগ্রাম
আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ আমি
আমার আত্মজা?
যার সুস্থ পরীক্ষাগৃহ
নিরাপদ ভবিষ্যতের প্যাকেজ

অদূরে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে
বসেছি জোড়াসনে হে বহ্নি
আমাকে অঙ্গারবোধে ছুঁয়ে যাক
নিরাপদ গৃহস্থালী
ইতিহাস রচিত হোক
এ পোড়া কাঠে—

আহত মায়ের কোলে রক্তাক্ত শিশু
নির্লিপ্ত বসে থাকি ডিনার টেবিলে
আমরা সুসভ্য মানুষ।
শহুরে রোয়াকে বসা শিক্ষিত মানুষ
সোল্লাসে খেলা দেখি, বিদেশী পর্দায়
অদূরে পড়ে আছে মুমূর্ষ যুবক
সভ্যতা নিরেট দেওয়াল
রাত কাটে পানাহারে
প্রহরিত যুবতীর ব্যথিত চোখ
অনায়াসে ভোলা যায়
সুসভ্য মানুষ বলে।

সকালে গোপনে সূর্য দেখি
এখনও পোড়েনি একটি হাতও
তবুও পাতা ওড়ে
পাতা জ্বলে, জ্বলে যায়
দাউ দাউ আগুনে
জ্বলে রাজ্যপাট
সাদা ধুতি
কালো চশমা
ঘৃণিত বর্ত্তমান

পৌষের মাঠ শীত ঘুম ভাঙে
কুয়াশা চাদর ছিঁড়ে
নবান্নের ঘ্রাণ ঘাসে লেগে আছে
আলপনা পায়ে পায়ে
সদ্য তরুণী স্বপ্নের চোখে
কোজাগরী চাঁদ দেখে
ধানের কাঠাতে সিঁদুরের মুখ
চেলীতে কাজললতা।
এমনি করেই কৃষকের ঘরে
হয় দেবী অর্চ্চনা।

সহসা শরীরে নেকড়ের কামড়ে
দেবী হন ধর্ষিতা
প্রতিবেশী দাদু কামুক পশু
বাতাস লজ্জা পায়।
শরীর জুড়ে আগুন নাচে
হাওয়ায় ওড়ে ছাই
পোড়া হাত খোঁজে একটু আড়াল
মাটি মোছে আলপনা।

গম্বুজে শীতের সন্ধ্যা নামে
মসজিদের গায়ে হলুদ আলো
মুহূর্তে আজানের ধ্বনি
ছড়িয়ে পড়ে নদীর বাতাসে
বিস্তৃত চড়ায় উদাসী চিল
দেখে মাছেদের ফিরে যাওয়া।

জলের গভীর থেকে জেগে ওঠে প্রাণ
গর্ভকেশর ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে রেণু
তুমি ছিলে লেবুফুল
বইয়ের ভাঁজে রাখা স্মৃতি
গন্ধ বয়ে আনে সায়াহ্নের
কোকিল নিস্পৃহতায় বাসা ছাড়ি
চড়া ঠেলে এগিয়ে যাই
জোয়ারের অপেক্ষায়
লেবুফুল কি এখনো ফোটে
তোমার পকেটে রেখো
সন্ধ্যার অবসরে

মসজিদের বিষণ্ন বাতাস
বসে থাকে ঘড়িঘরে
দোকানী বউটি উনুনে কেটলি বসায়
আরও আরও লেবুফুলের অপেক্ষায়।

বকরি ঈদের চাঁদ
কোরবানি হয়ে গেল শেষ, রাতে
এ পাশে নয়ান জুলি
ওপাশে ঝুপড়ী দাম্পত্য
ট্রেন লাইন চলে গেছে পীড়নটুকু নিয়ে
জারুলের আঠার প্রায় যন্ত্রণা
ছুঁয়ে আছে মাটির শরীর
আঘাটায় ফাঁদ পাতা সম্পর্ক
কেবলি ডাক দেয় নতুন জীবন।

হেমন্তের বিষণ্ন রাত
আজন্ম কেঁদে যায় জীর্ণ পাঁজরে
হাসপাতালে হলুদ রোদ
ছুঁয়ে যায় ভাঙা শার্সি
বিছানায় মিশে থাকা দুটো চোখ
কেবলি জেগে ওঠে বারণ না মেনে
যে জীবন সে চেয়েছিল
কল্পিত সুষমা দিয়ে
আজ সে এসে দাঁড়িয়েছে
কুয়াশার পাড়ে
নিরাবরণ দুটো হাত
আজন্মের সংস্কার ভেঙে
চলে যায় শেষরাতে।
শুধু বাড়ি একা জাগে
স্থবির প্রজন্মের পাশে
বুকে আগলে রাখে
স্মৃতি কুসুম।

তোমার তোমাকে আজ
ছেনে আনি আমার গহ্বরে।

মধ্যযামে সোওয়ারি হীন রিক্সা থামে বারউঠোনে।
একটা দুটো জোনাক পোকা জ্বলতে থাকে
ভীষণ ভাবে জ্বলতে থাকে।
কথা ছিল, তোমার সব অভাবটুকু আড়াল করে
স্বচ্ছতোয়া নদী হয়ে পেরিয়ে যাবো নীল যমুনা
রাতের ঘাটে ইচ্ছে কুসুম
ফুটতে থাকে নিজের মতো
গন্ধে বাতাস বৃষ্টি হয়ে
বুকের মধ্যে ঝরতে থাকে
একা একাই ঝরতে থাকে
বলবো কাকে। বলবো কাকে?
অন্ধকারে মধ্যযামে কেউ কি থাকে?
কেউ কি থাকে?
যাকে দেবো ওষ্ঠ ছুঁয়ে একটু হাওয়া
বলবো নাকো পেষণ করো
স্পর্শ সুখের পীড়নটুকু পেরিয়ে গেলেই
বৃষ্টি নামে, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে।

শরীর জুড়ে শব্দরাশি, কল্পরেখা
শিল্পী কোথায় দূরভ্রমণে
যদি বাদল বলতে পারে
একটুখানি বলতে পারে
জলজ হাওয়ার গন্ধ নিয়ে
এই আঘাটায় বসে আছি
যদি হঠাৎ মনে পড়ে।

তোমার স্নানের ঘাটে বাঁধা ছিল
আমার সালতি খানি
স্নানের বেলায় আসতে যেতে
ছুঁতে পেতে ভয়
পাছে আমি বুঝতে পারি
রাতে তোমার কি হয়।
অন্ধকারে ইচ্ছে মানুষ
লুকিয়ে কেঁদে যায়
তোমার শরীর অসাড় হয়ে
খাটের কোণে রয়
গণ্ডীবাঁধা জীবন তোমার
কেবল দেখায় ভয়
রাতের আকাশ শুধু জানে
সালতি কোথায় যায়?

নিজের ঘরে থাকি চোরের মতো
ব্যবহৃত সর্ম্পকের ভিড়ে হারিয়ে
ফেলি তোমাকে তোমাদের
কাগজে চোখ রাখি ভয়ে ভয়ে
পাছে মানুষের লাঞ্ছনা
দুচোখে পড়ে যায়
ভরত মণ্ডলের কিশোরী মেয়ে
ফুঁপিয়ে ওঠে হাতের আড়ালে
মাঝরাতে নিরাপদ দূরত্বে
দাঁড়িয়ে দেখি তাও
সকালে গোপনে সূর্য দেখি
এখনও পোড়েনি একটি হাতও
ও ফাল্গুনের সন্ধে
চায়ের দোকানের উষ্ণ কেটলি
পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া ছাত্ররা
ক্রুদ্ধ হতে শেখে শহুরে কায়দায়
মসৃণ পিচের রাস্তা
গোলাপী আইসক্রিম পার্লার
ঝকঝকে শপিং মল

তবুও পাতা জ্বলে
জ্বলে ওঠে চৈত্রসন্ধ্যা
দাউ দাউ করে জ্বলে
এ ঘৃণিত সভ্যতা।

দুজনেই শহরে
দুপুরের গনগনে রোদ
সবুজ ডাবের পাশে
চকচকে ফলা
ফুটন্ত পিচরাস্তা
ছেঁড়া চটি
একটুকরো ছায়া
জানলার কোণে
মায়াবী বেলফুল
এখনও আনত
বিকেলের প্রতীক্ষায়।

আঙ্গুলে আঙ্গুল রাখো
বৃষ্টিপাত জরুরি মনে হয়
সৈকত ভগ্ন প্রায়
তবুও খেলতে ইচ্ছে যায়
অর্ধেক মাসাধিকাল
শুধু শব্দ সংক্রমণ।

শরীর জুড়ে আমের গন্ধ
এভাবে দেখতে চেয়েছো
তবুও বার বার ভুল
সবুজ ডাবের পাশে
চকচকে শানিত ফলা
বাহুমুলে উল্কিলতা
সামনে এসে দাঁড়ায়।
কি করে এড়াবো বলো
নির্বিষ প্রেম, গাঢ়
উদাসীন বাদামী চিল।

কলকা আঁকা এনামেল প্লেট
খিদিরপুরের কানাগলি
মমতাজ এখনো কি স্বপ্ন দেখো
জানলার গরাদে রেখে হাত
সেই মামারই করছো সংসার?

নাকফুল, আর দীঘল চোখ
বকরী ঈদের বিরিয়ানীর হাঁড়ি
একবার কি দুয়ারে রাখো হাত

যদি আসে, যদি আসে
হঠাৎ দমকা হাওয়া
গেরুয়া পাঞ্জাবী আর
ঘামে ভেজা শীর্ণ কপাল।

বিবর্ণ শরীরে ছড়ানো বেদনা
বেগুনী ফুল হয়ে ফোটে
একটু একটু করে আলো
জেগে ওঠে রাতের আকাশে
বহু পুরোনো এ চিলেকোঠায়
আজ আর কেউ আসে না।
তবু, রাতের তারারা দয়া করে
ফিরিয়ে দেয় হারানো স্মৃতি
অর্তকিতে জ্যোৎস্না ভেঙে
প্রেম জাগে পুরোনো তরঙ্গে
ফুল ছাপ আঁচলে ঢাকা
অনাবৃত বৃন্তে ষোড়শ উপচার
পূজা প্রস্তুত বলে
ডেকে ওঠে যে
সে যে নারী
নদী নয়, একথা জানে
ঘোড়া নিম, বিশ্বস্ত ডালের খাঁজে
অশান্ত হাওয়া আসে
ডেকে নেয়, যুবতী গন্ধ।

তোমাকে দেখেছি আষাঢ়ের
গ্রামীণ মধ্যমায়
ঘিয়ে পোড়া পাঞ্জাবী
ঘিরে বাদামী কল্কা।
লাজুকীয় মুগ্ধতায় আমিই
শুধু, তুমি ফিরেও দেখনি
দ্রুত হেটেছো আত্মমগ্ন
ভঙ্গিমায়। বোঝনি
এই পড়ন্ত বেলা
দেয় না কিছুই
শুধু, স্মৃতি তার
নিজস্ব ভঙ্গিতে বসে থাকে
বার উঠোনে।

শুধু মানুষই পারে এভাবে ভেসে যেতে
দুহাত বিছিয়ে দিয়ে জলের ওপর
এমন নির্গত সর্মপণ।
গাছেরা ভয় করে
সরাসরি জলে ডুবে যেতে
বাঁচার আশ্লেষে তীব্র হয় ধ্বনি।
তবু মানুষ, মানুষই পারে
মৃত্যু দুহাতে মেখে নিতে।

চৌকো দেওয়ালের আড়ালে
অসহ্য শরীরী প্রণয়
বাসী মাংসের দুর্গন্ধে
লালিত শহরী আশ্লেষ
সব ধুয়ে গেছে স্রোতে।
এক নির্লিপ্ত প্রেম
মৃত্যু হয়ে বসে আছে
কোন অতলে।

তুমি ডাক তাকে
দুহাতে আবৃত করো
আষাঢ়ের অপরাহ্ন
গেরুয়া মাটির পাশে
সবুজ জমিতে ঘাস
অনির্ণেয় তীক্ষ্ণতা
শাণিত ফলা দিয়ে
বিদ্ধ করুক অবসাদ।

অকুলান মাঠের পারে বসে
জলভরা বিনম্র মেঘ
চন্দ্রাতপের মতো ঘিরে

তোমার কি সময় হবে?

বৃষ্টিপাত অনিবার্য
তবুও শ্রাবণ অপরাহ্নে
প্রশান্তি দ্বিমত।
চেষ্টা আগেও করেছি
তোমার জলমগ্ন শরীরে
ওষ্ঠ ছুঁয়ে থাকা।

শুধুই ছুঁয়ে থাকা
এলোমেলো বাতাসের মতো
যদি পার সরিয়ে দিও।
দূর্যোগে একা থাকা
কাদামাটি জল মাখা
অসম্পূর্ণ আমি
নিষ্পাপ তবকে মোড়া
সুস্বাদু এলাচ।

বর্ষণ অতিক্রান্ত
ফিরে যায় কাক
স্নানরতা কাঁঠাল পাতার
বুকে বিলম্বিত চাঁদ
বসে থাকে অপেক্ষায়।
অন্তহীন নির্বাক শূন্যতা
জেগে থাকে স্মৃতির দ্যোতনায়

মাচার এই কুমড়োফুলটুকু
পেরোলেই শহর।
পাতালে ব্যস্ততায় সরব।
অদূরে শাঁখের শব্দে
পাঁচালীর সুরে শান্ত গৃহস্থালী।

শুরুটা এমনি ছিল
সোহাগী হাতের ঘেরে
আকাঙ্খিত শিশু।
অনাস্বাদিত সে ছবি
মুছেছে ধোঁয়ার আধারে।

নিরাবরণ হাত
নিরালম্ব বাতাস
বজ্রহত পোড়া শরীর।
দীর্ঘ নীরবতার পর
এই জলমগ্নতা
শুধু ছুঁয়ে থাকা

স্বপ্নিল গোলাপী মহার্য্য।
যত্নে সেলোফিন মোড়া
গোলাপী সুবাস দিয়েছো,
শুধু দাওনি নিজেকে
তবুও অসাড় একাকীত্ব
অঙ্গারবোধে ছুঁয়েছে তোমায়
সন্ধ্যা আজান ধ্বনি
পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের
দূরত্বে, হয়েছে অলঙ্ঘ্য।

জলের ওপরে জল শরীরে শরীর
তুমি কি আমায় ডেকে নেবে
অন্ধ আর্তির প্রায় সংবেদনশীল ছায়া।
নাকি এই ঘেরাটোপ থেকে পালিয়ে
বাঁচবে বলে,
চলে যাবে বিজ্ঞাপিত জগতে
অঢেল শরীর আর বিত্ত পরাভবে
ঘেরা লোভনীয় ছবি

বৃষ্টির শব্দের সাথে
হৃদয় জেগে আছে
একাকী অরণ্যে আজ বিশল্যকরণী
তুমিও কি পারবে চিনে নিতে
দীর্ঘস্থায়ী সময়ের বশ্যতা মেনে?

বেড়ার ওপারে চাঁদ থেমেছিল
বহুদিন হলো
স্বপ্নহীন স্তিমিত মেঘেরা
দোলাচলে ফিরে গেছে
মৃত জলাশয়ে।

নেমেছে পাহাড়ী ভোর
কুমারী ঘাসের মুখে
শিশিরের স্তনাগ্র লেগে আছে
বালিকা প্রহরের সিঁদুরে আকাশে,
একফালি বৃষ্টির ছায়ায়
প্রথম রমণের প্রশান্তি।

ভাঙা দোলবাড়ি, দূর্গামণ্ডপ
সব ঘিরে প্রাচীন বিষন্নতা
পুরোনো সম্পর্করা চলে গেছে
বয়সকে সঙ্গে নিয়ে।

শুধু এই কপোত দম্পতি
অনন্ত মৈথুনে
ভোর থেকে রাত।
আছে ঐচ্ছিক প্রান্তর
যার কোলে ঘুরে ফিরে
আসে যায় ভাঙা সংসার
অর্গলে শিকলের চিহ্ন
স্পর্শ মাত্র বুঝি
কথা বলে ওঠে।

বিচ্ছেদ সহনীয় হলে মৃত্যু পরাভূত হয়,
আপোসহীন জীবন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে
চলে যায় ঠাকুরনগরে
বিস্তৃত মাঠের পরে হাওয়া
ডেকে বলে চুপ করো।
বিকেল জেগেছে আজ কার্নিসের ওপারে
মধ্যাহ্নের ছায়া তার পরে
এ মরা উঠানের কোণে
যে খেলা হয়ে গেছে ঈশানে নৈঋতে
হলুদ ঘাসেতে তার চিহ্ন লেগে আছে।

সদ্য পোড়া চিতার ওপাশে
অঘ্রাণের অনুভূতি মালা উড়ে যায়
জানলার কোণে পাতা মলিন বিছানায়
ওই বুঝি প্রকৃত সারস শুয়ে আছে।

চিতার আগুন নিভে গেলে
পারম্পর্যহীন সম্পর্করা গ্রহণীয়
হয় জটিল গ্রন্থণায়
সূর্য অস্ত গেলে গাছের শিয়রে
বুঝি বা প্রজাপতি সায়াহ্নের রঙে
রাঙা হয়ে বসে থাকে জানলার শার্সিতে
সদা সন্ধে নামা ঠাকুরনগর ছেড়ে
তরুণ কবিরা ডানা মেলে শহরের দিকে।

এজরা ওয়ার্ড থেকে ঠাকুরনগর
এইটুকু পথ পাড়ি দিয়ে
অভিজ্ঞ চোখ আজ মুক্তি পেল
শব্দের অস্ফুট গহ্বরে।
''একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছজলে
পুনরায় ডুবে'' যায়
পড়ে থাকে বেদনার অক্ষরে গাঁথা
''প্রেম নয়, পৃথিবীর অবক্ষয়ী সহনশীলতা''।

বড় মন কেমন করে
মন কেমন করে সেই অষ্টম বর্ষীয়ার জন্য
যার পর্যটনে নদীতে আসতো জোয়ার
ইদারার স্থির জলে বিম্বিত দুটি চোখ
মাসাধিকাল পরে গৃহমুখী পিতার
টিনের তোরঙ্গ জুড়ে একটি গোলাপ কুঁড়ি
হাসতো তাহার দিকে
পুষ্করিণীর ফোটা পদ্মে
ভাসমান চোখ
তাকে বলতো হৃদয়ের কথা—
অজয়ের বালির বুকে তিরতির স্রোত
বেলা শেষে গান গায় ভালোবাসা
প্রেমে অপ্রেমে বৈশাখী মেঘ
ডাকদেয় এলোচুল যুবতীকে
হারানের বউ সন্ধেবেলা কুপী জ্বেলে
ডাক দিত 'মাঠান'
মহাভারতের ফাঁকে ময়ূর পালক
সাদা থান গৃহকর্ত্রীর চোখে
অঘ্রাণের কুয়াশা

এতসব ছবি মুছে গেছে কবে
এমত সকলি ছিল তাহাদের
সাথে, কোজাগরী আল্পনা
শীতের মড়াই
তবুও তক্ষকের ভাঙে শীত ঘুম
ডেকে নেয় মহাকাল

বাংলা আকাদেমীর চত্বর জুড়ে
নক্ষত্রমালা, বৈদগ্ধ আলো দেয়
শ্রুতিনন্দনে
এর কোথায় তুমি?
ব্রাত্য শমীবৃক্ষের তলে
আজান দেয় শীত সন্ধ্যা
পীরের দরগা ঘিরে একক গুল্মলতা
ডাক দেয় তোমাকে শোকের অলিন্দে
তুমি ভালো আছো ঠাকুরনগরে?

তবে বাড়াও হাত উত্তরায়নে
কালপুরুষ জানে হৃদয়
দ্রবীভূত হৃদয় অতলে
গায়ত্রী মন্ত্র বলে
মানুষ কি এখনো আছে
গৃহহীন নগ্ন আকাশে?

নীল কামিজে ঢাকা যুবতী যন্ত্রণা
ভেসে যায় ফেনায় ফেনায়
অদূরে বালিকা বয়স
মায়ের আঁচল ধরে
দেখে দু-আঙ্গুলের ফাঁকে।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের খোলস
ছেড়ে বেরিয়ে আসে
বন্দরের মায়াবী আলো।
সাদা কলারের ফাঁকে
থ্যাতলানো নীল সমুদ্র
ক্রোধ লোভ মাৎসর্য্য
সব ধুয়ে গেছে
শুধু মায়া জেগে আছে
আর এক জন্মের কাছে।

সতরঞ্চি ঢাকা রাঙা চৌখুপী
হেমন্তের সন্ধ্যা নামে
শ্রীমানী মার্কেটে।
রসিক বন্ধুর মতো
দরজা খোলা ২১/১ এর-
তবুও চৌকাঠের ওপারে
সময় স্থির জলাশয়।

তুমি আলো কৌণিক রেখা
রয়ে গেছো চায়ের গেলাসে
ছেঁড়া বেগুনীর ঠোঙা,
বিট নুনের গন্ধ বাতাসে

কী-ভীষণ শূন্যতা নিয়ে
উড়ে যায় সবুজ মলাট।

প্রত্যাশিত আষাঢ়ের বিকেলে
তোমার অপূর্ণতা সহ্য হয়না
নিতান্ত অভ্যাসবশে গাভীটি
যেমন যায় গৃহ অভিমুখে
তেমনি বন্দী জীবন
হেঁটে চলে সন্ধ্যার অন্ধকারে।

বৃক্ষের কোমল মর্দনে
উপেক্ষিত বৃষ্টি ঝরে পড়ে।
শরীরের পরিচিত ঘ্রাণ
কাল রাতে বৃষ্টি হয়ে ঝরেছিল।

শরীরটাকে পাট করা কাপড়ের মতো
রেখে এসেছি চিলেকোঠার কুলুঙ্গীতে
আগুন আর ঘি এর সঙ্গে
কোনও মায়া জেগে থাকে না।

দ্বিখণ্ডিত মানুষেরা বসেছিল
নদী গহ্বরে—
রাতের তারারা জানে
কতটা অসহায় হলে
মানুষ এমন নিরালম্ব হয়ে যায়
কতটা ভয় পেয়ে
জল ধরে আপন বক্ষে।

গাছেরা কেঁদেছিল পাশাপাশি বসে
গঞ্জের মেলায় কেনা পোষা চন্দনার তো
পশুদের সরলতা আদিম তবুও সৎ
মানুষ ভুলেছে তাও স্বভাবদোষে
কেউ কি ভুলে ডাক দেবে একবারও?

পাহাড়ী মেঘের মতো
প্রতিশ্রুত বিষণ্নতা
আমাকে মুক্তি দেয় না
কখনই কোনদিন

দরজা বন্ধ হয়ে গেছে
বহুদিন হোল
ওপারের যন্ত্রণা এপারে
মথিত হয় না
কংক্রীট দেওয়াল শোনে
শোনে কালো দরজা
ভেতরের ব্যর্থ করাঘাত
ফিরে যায় দীর্ঘ অবসরে

বিকেলের রোদের মতো
একফালি প্রত্যাশা
তবুও জেগে আছে
যদি কোনদিন, কোনও হৃদয়
ডাক দেয়, স্বপ্নের তন্তুবায়ে।

ভেতরের মেয়েটি মাঝরাতে পাশে এসে বসে।
তার ঘন কালো চুল আর চিবুকের তিল
আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না।
এই খাটের, শিয়রের জানলার
ইতিহাস আছে।
নেই শুধু অরণ্যের প্রতি মুহূর্তের ইতিহাস।
প্রতিদিন শরীর নতুন করে জেগে ওঠে
হিমধরা জ্যোৎস্নায় লণ্ঠন জ্বেলে
শিয়রে বসে থাকে মন একাকী
বিরহিনী আর এক জন্মের অপেক্ষায়।

বাইরের অন্ধকার চেনা হয়ে গেছে
তাই আর নেই ভয়
ভয় শুধু দিনের আলোতে থাকা সম্পর্ককে
অন্ধকার সরব
তাই আলোড়ন মিথ্যে হয়ে যায়।
সমর্পণের ভঙ্গীটুকুই ভালো
নইলে শুধু চাওয়ার বোঝা বাড়ে।
বিকেল হলেও সকাল তার চেনা
বুঝবে ঠিকই সন্ধে কেমন আসে
এ-রাতে তুই নাই বা কাছে এলি।
বিকেল আসে বিকেলের মতো
সন্ধে আসে সন্ধ্যায়
তবু মানুষ মানুষই খোঁজে
কষ্টে, দ্বিধা, দ্বন্দ্বে।

স্বপ্নের স্বন্নতপর্ববাণে
যে এসেছিল অন্তিম প্রহরে
তার হাতে শব্দ নেই
যা ধরে রাখতে পারে।
অপার জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে
দু-হাতে ভিক্ষা চেয়েছো অবোধের মতো
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় হয়েছো ভিক্ষু
গাছেরা উঠেছে হেসে মূর্খের রসিকতায়
জল কি অশ্রু হয়ে ঝরেনি কোনওদিন
তুমি আহত উপলখণ্ড পড়ে আছো
সূর্যাস্তের অপেক্ষায়।

ভোরের পাখিরা রাত চেনে
আঁধারকে পড়শী বলে জানে
জীবন্ত মানুষের শব দেখে
ওরাও শঙ্কিত অশুভ সংকেতে
কাকে বোঝাবে তুমি বলো

এ যুদ্ধ দ্বৈরথ, সারথী নেই
নেই কোন দ্রোণাচার্য, অর্জুন
নিজের চক্রবূহ্যে নিজেই অভিমন্যু।
দুয়ের মাঝে যে ঘাসজমি আছে
তাকে পূর্ণ করবে সুভাষিণী, মঞ্জুলীকা
শুধু তার মতো অধীর শব্দরা
রাঙা রোদ সাথে নিয়ে
সন্ধ্যার আনত ভূমে
করে যেন পরিক্রমণ
অগ্নিত্রহ্য স্পর্শে।

নিতান্ত কবিতার মতো প্লুটো যখন
গৃহীত হয়েছিল গ্রহদের দলে
সেদিন সে কি ভেবেছিল
"মানুষ নিকটে এলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়"।

আজ প্লুটো ব্রাত্য
গ্রহ নয় এই অপবাদে
হয়তো একাকী রয়ে যাবে
মহাকাশে মালা হয়ে
বুকে নিয়ে গর্বিত নিঃসঙ্গতা
তুমি একা ভাবো
আরো সব গ্রহদের মতো
তোমার মৃত্যুতে দীর্ণ হবো না?
মস্ত ব্ল্যাকহোল
হয়ে রয়ে যাবে
মহাকাশে অন্তিম
যতি চিহ্ন রূপ।

জলের পাড় ধরে
গাছেরা কথা বলে
রাতের আঁধার চিরে
মায়ের ডাক আসে
প্রহ্লাদ খাতি আয়।

জল শোনে, শোনে আকাশ
গাছেরা পারে না কাঁদতে
এ পারের দাম্পত্য ওপারে
গাছের গায়ে শ্যাওলা জমে
দুর্ভেদ্য জঙ্গল থাকে একাকী
নারীটিকে নিয়ে, যার ডাকে
আকাশ চিরে রক্ত পড়ে
প্লাবনে ভেসে যায় চর।

অবুঝ নারী ডাকে মাঝরাতে
প্রহ্লাদ খাতি আয়।

রাতের পৃথিবী করতল মেলে আছে
তার মতো গৃহীর কাছে
সংসার তাকে ছেড়েছে বহুদিন
ছাড়েনি আজন্ম অভ্যাস।
মেঘ ভেসে যাওয়া নিকানো দাওয়া
রোদে টসটস শস্যমড়াই
তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ
আর দুয়ারে গঙ্গাজল
লক্ষ্মী ঝাঁপিতে চকচকে টাকা
সবই আগের মতো
শুধু এই নিঃসঙ্গ জীবনে
অভ্যস্ত মানুষ
একটা দুটো শালিখ
কানকাটা কাঠবেড়ালী
আর খোঁড়া বেড়ালের সঙ্গ পেয়ে
প্রাণের প্রমাণ পায়

তোমার কণ্ঠে শুনি ঘাতকের স্বর
তৃপ্তি কুক্ষিগত তোমার নখরে
ভালোবাসা বলেছিল দেখা হবে
দিনান্তের পাখিরা বাসায় ফিরে
খুঁজেছিল আমাদের প্রণয় চিহ্নগুলি
রক্তাক্ত মানুষীর পড়ে থাকা হৃদয়
কি ওদের ভাবাবে? নাকি ওরাও
মেনে নেবে নির্মোহ চিত্তে
ফেলে দিয়ে বিগত স্মৃতি
মন দেবে সন্তান প্রজননে।

কতরাত টাওয়ারের লাল চোখ
মনে হয় অসুখী নারীর মতো
বৃষ্টি গান গায় রাতের গভীরে
সৃজনী মানুষের ছায়া বারবার
ঢেকে ফেলে কৃষ্ণপক্ষের রাত।

মাঝরাতে কামহীন শরীরি প্রণয়
পুরনো বাড়ির মতো অভিজাত হয়
কার্নিসের ভাঙা কোণে
অসহায় তীক্ষ্নস্বরে
কত কত সম্পর্ক আর
কত মূর্ত যন্ত্রণারা
ছবি হয়ে আছে।

সিঁড়ির বাঁকের কাছে
যে শৈশব থেমেছিল
ইঁদারার অতল গভীরে
আজ তাকে বাহান্নের ভিড়ে
রেখে আসা প্রতি রোমকূপে।
ছেড়ে আসা সতীর্থ-মৃতদের ভিড়ে
প্রেম নয়, মায়া নয়
শুধু এক বিনম্র কৌমার্যের
মনুষ্যত্ব বিকিয়ে যায়
প্রেতের শরীরে।

স্মৃতির উষ্ণতা জীবিত টের পায় না
অরণ্যে সূর্যের উপস্থিতি জানে শুধু গাছেরা
আর মাটির গভীরে থাকা আসন্ন মুকুল।

একান্তে জনপদ বহুদিন মরে গেছে।
তবু তাকে ঘিরে অলীক সভ্যতা

ও তনুময় বাঁচার এই আসক্তি কি
জলের কাছে ধার পাই।
নাকি মাঝদুপুরে হঠাৎ মেঘের মতো ভালোবাসা
আমাকে টানে বিকালের আলোর দিকে
এক গভীর স্পর্শ সুখের বিনিময়ে
জীবন উঠে আসে কবর থেকে।

সায়াহ্নের যৌথ প্রহরে
কথা ছিল পাশাপাশি
বসে, জ্যোৎস্না মাখার।
এমনটি হবে না জেনেও
শেষবেলা খেয়াঘাটে
এসেছি দুজনে
বৃত্তের বেড়াজাল ভাঙিনি কখনও

অনন্ত প্রহর গোনে
রাত্রি ডেকে নেয়
এপারের শাঁখের শব্দ
ওপারের সন্ধ্যা শোনে–

যদি বলি এ তুলনা নির্দোষ
এই গভীর রাতের সন্তরণ
তোমাতে নিমজ্জিত হওয়া
সবই পূর্ব নির্দ্দিষ্ট
তবুও কেন দোলাচল
বল জল!

বুঝিনি এতসব, বুঝেছি তোমাকে
ছৌ নাচ আর মুখোসের আড়ালে
ক্লান্ত বিবর্ণ শিশু এক খেলা করে
শব্দ আর ধাঁধার অক্ষরে।
বহুবার ভেবেছিলে ফিরে যাবে নীড়ে
সন্ধ্যা যেমনি আসে আঁধার সমীপে

ভেসেছো নিজেই শুধু
দূরন্ত স্রোতের টানে
ভেলা যেমন ভাসে
দেখেছো বৃক্ষের ক্ষরণ
টের পাওনি কীভাবে
একা তুমি ভিড়ের আড়ালে
আরও একা হয়ে যাও
সম্পর্কহীন শূন্যতার রঙ
খোঁজে ফেরে তোমার ভুবন।

মেলার ভিড়ের মাঝে
উদভ্রান্ত বিকেল আসে
সালোয়ারের ফিরোজা রঙ
ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যার আকাশে।
নতুন বইয়ের পাশে
অজানা মুখেরা আসে
চোখাচোখি হয় না কখনো।

রাতের পাখিরা চেনে
দিনান্তের বালিকাটিকে
জ্যোৎস্না ঝুঁকি নেয়
প্রণয়ের গার্হস্থ্য প্রহরে।
তবু বাদামী তিলের
পাশে প্রদাহের চিহ্ন আছে।

জলজ পদ্মের মত ভাসমান
হেমন্তের সংক্ষিপ্ত বিকেল
তোমার ঐ বাউল স্বভাবের আড়ালে
আছে এক সংক্ষিপ্ত গৃহী মন
যে ওই অঘ্রাণের প্রান্তর পেরিয়ে
চলে যায় মাটির নিকানো দাওয়ায়
সন্ধ্যায় জোনাকি আর রাতজাগা পাখিদের
গান শোনায় লম্ফর আলো।

কবে কোন কিশোর প্রেমের রাতে
হারিয়েছিলে অঘ্রাণের চিলেকোঠায়
আজ এই হেমন্তের সন্ধ্যায়
সে শুধু তোমার কাছে আসে।
তুমি দেখ রাস পূর্ণিমার আলো
নিঙাড়িয়া নীল শাড়ি
চলে ঠমকি ঠমকি।

তোমাকে তোমার করে ডাকিনি
ভেবেছি এমনি রয়ে যাবে
যেমন করে ঘুলঘুলি দিয়ে
অসমাপ্ত রোদ নামে উঠানে
তেমনি সজল হাতে শুশ্রূষা
নেমে আসবে আমার দুপুরে

সময় চৌকাঠ পেরিয়ে
চলে গেছে বহুকাল
তবুও মাঘের রোদে পিঠ দিয়ে
তুমি, বসনি ছাদের কার্নিসে
যা ছিল অনায়াসের জলছবি
আজ তারই শূন্যতায়
মন শুয়ে চৈত্রের পিচরাস্তায়।

অনেক দুঃখ দুপায়ে মাড়িয়ে
আজ তুমি হয়েছো চণ্ডাল
পৃথিবীর অর্ধসমাপ্ত প্রেমেরা
তোমারই হাতে দাহের অপেক্ষায়।

বিস্তৃত টেবিলের পাশে
রাতের অন্ধকার একা জেগে আছে
আমি তোমার চেনা আধারের
অচেনা দ্যুতি, যদি পারো
ডেকে নাও সমগ্রে।

শেখ রেজাউল, শ্যামলী মান্না
কারো ভাই, কারো বোন
আমরা নিস্পৃহ শহুরে মানুষ
বসে আছি নিরাপদ ঘেরাটোপে
ঘাড় ধাক্কার অপেক্ষায়।

মানুষ চেনে না
মাঠের ফসল চেনে
মানুষের গন্ধ
মাটি পারে না সইতে
এ রুধি প্লাবন
আমার আঙ্গুলে রক্ত
ফোঁটার প্রতীক্ষায়
সারি সারি শবের মিছিল।

তোমাদেব হাতে হাত রেখে
কালও করেছি শপথ
নিঃশর্ত মুক্তির।
মাটিকে বলেছি আবার
নবান্নের ঘ্রাণে
ভরে উঠবে তোমার বাতাস
ভোরের আজানের সুরে
কিশোর কণ্ঠে ছিল
সকালের প্রতিশ্রুতি।
বিকেলের রাঙা রোদে
মৃত শরীরে জাগে
প্রতিজ্ঞার সংকেত

প্রতিজ্ঞা রেজাউল
মানুষ হয়েছি কিনা প্রমাণ করার।

মা তুমি পালিয়ে বেঁচেছো
আমার শব্দরা আর তোমার কাছে যায় না
তোমার হেমন্তের মাঠ এখন
নির্বাক শ্মশানভূমি
হলদী নদীর জলে যে শরীর ভাসে
তার চোখে আমার পড়শীর ছায়া
ওর খোলা চুল জাল হয়ে
আমাকে জড়িয়ে ধরে

তুমি বেঁচেছো মা ভোর রাতে
শুকতারা সঙ্গে নিয়ে
আমার শুকনো ঠোঁটে
শুধু রক্ত।
সারারাত বেড়াবেড়ি সোনাচূড়ার
মৃত শিশুরা, আমাকে ঘিরে ধরে
ওদের চোখের জলে
আমার কণ্ঠনালী চিরে যায়

উজ্জ্বল আলোকমালায় সাজানো শহরে
আসন্ন দীপাবলী
ঈষৎ লালচে চায়ে লেবুর ঘ্রাণে
মিশে গেল শাসকের অনায়াস মিথ্যাচার।

বহুদিন একা দেখিনি নিজেকে
যেভাবে চিত্রকর দেখে
নিজের প্রতিকৃতি
রঙ চড়ায় এপাশে ওপাশে।

স্মৃতি কাতরতা তোমাকে ভাবায়
তোমার ব্যর্থ প্রণয় সন্ধান
হাঁটতে হাঁটতে পেছন ফেরে
সুদূর অতীত ফেলে বেরিয়ে আসে
তীক্ষ্ম তরবারী রক্তাক্ত ফলা
পুনরায় ক্ষত বিক্ষত হতে হতে
তুমি ফিরে আসো সাঁকো পেরিয়ে।

সম্পর্কের পাতারা ভস্মীভূত প্রায়
বসে আছি প্রিয় শহরে
দাহের প্রতীক্ষায়।

আছে অন্ধ স্মৃতির কানাগলি
এবার তাকে ডেকে নাও
ডেকে নাও বিকেলের ফেরী।